বিদ্যামন্দির প্রাক্তনীবার্তা

ষোড়শ বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা | এপ্রিল ২০০৫

সম্পাদকীয়

'প্রাক্তনীবার্তা' প্রকাশিত হল। প্রাক্তনীবার্তা উপসমিতির সিদ্ধান্ত ছিল বছরে এর দুটি সংখ্যা প্রকাশ করার। নব পর্যায়ে এ বছরের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে ২০০৪-এর জুলাই-তে; পত্রিকাটি সমাদৃত হয়েছে প্রাক্তনীদের মধ্যে। গত ডিসেম্বর-জানুয়ারীতে দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশের পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু প্রাক্তনীবার্তা উপসমিতি এবং সম্পাদকমণ্ডলীর কায়েকজন সদস্য এ সময়ে কিছু জরুরী কাজে এত ব্যস্ত ছিলেন যে তাঁদের পক্ষে প্রাক্তনীবার্তার জন্য লেখা তৈরী করা সম্ভব হয় নি। তাই, এই বিলম্বের জন্য আমরা দুঃখিত।

এবারের প্রাক্তনীবার্তা দ্বিভাষিক করা হল যাতে করে অবাঙালী পাঠকও 'বিদ্যামন্দির' সম্বন্ধে কিছু তথ্য জানতে পারেন।

বিদ্যামন্দির সংবাদ, বিবেকানন্দ-সম্মেলন এবং প্রাক্তনী সংসদ সমাচার ব্যতীত এ সংখ্যায় 'প্রাক্তনীদের গঠনমূলক উদ্যোগ' বিভাগে দুটি লেখা প্রকাশিত হয়েছে। লেখা দুটি থেকে বোঝা যায় যে জনসেবামূলক কাজের মাধ্যমে প্রাক্তনীদের মধ্যে কেউ কেউ 'নৃ-ঋণ' পরিশোধের কাজে ব্যাপৃত আছেন।

স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলী ও তাঁর 'কলম্বো থেকে আলমোড়া' বক্তৃতামালা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে বস্ত্রহীন, আশ্রয়হীন, নিরন্ন ভারতবাসীর দুঃখ-দারিদ্র্য, বঞ্চনা-হতাশা তাঁকে কিভাবে পীড়িত করেছিল। স্বদেশবাসীর এই দারিদ্র্য-জ্বালা ও তাদের দারিদ্র্য মোচনের উপায় চিন্তায় তাঁকে অনেক বিনিদ্র রজনী যাপন করতে হয়েছে। তাঁর এই মানসিক যন্ত্রণার কিছুটা আঁচ পাওয়া যায় শিকাগো থেকে মাদ্রাজের আলাসিঙ্গা পেরুমলকে লেখা একটি চিঠিতে যেখানে তিনি লিখেছেন "Him I call a Mahatman (great soul) whose heart bleeds for the poor, otherwise he is a Duratman (wicked soul) .... My heart is too full to express my feeling .... So long as the millions live in hunger and ignorance I hold every man a traitor who having been educated at their expense pays not the least heed to them." (Complete Works, Vol-V, page-58)"

আলাসিঙ্গাকে এই চিঠিখানি স্বামীজী লিখেছেন ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে। ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর নির্মম শাসন ও শোষণে এ সময় ভারতবাসী জর্জরিত, ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল দুর্ভিক্ষ কবলিত, শিক্ষার আলোক থেকে বঞ্চিত হয়ে বিশালসংখ্যক ভারতবাসী অজ্ঞতার অন্ধ কারে নিমজ্জিত।

এরপর ১১০ বছর কেটে গেছে, ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছে, দেশ স্বাধীন হয়েছে ৫৭ বছর পূর্বে। সরকারী বেসরকারী উদ্যোগে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটেছে, শিক্ষাক্ষেত্রেও অনেকখানি অগ্রগতি হয়েছে। শিক্ষাবিস্তারের ফলে বিবেকানন্দ প্রমুখ মনীষীদের চিন্তাভাবনার সংগে পরিচিত হয়ে সবাই না হলেও বেশ কিছু মানুষ এখন প্রতিবেশী ও স্বদেশবাসীর প্রতি তাদের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হয়েছেন। তাই তো দেখা যায় রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত এবং রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত নয় এমন বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন বিদ্যার্থীদের অনেকেই নিজ নিজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার পর তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি আর্থিক সাহায্যের (সামর্থ্য অনুযায়ী) হাত বাড়িয়ে দিয়ে অথবা ব্যক্তিগতভাবে জনকল্যাণমূলক কাজ করে সামাজিক ঋণ (নৃ-ঋণ) পরিশোধের চেষ্টা করছেন। রামকৃষ্ণ মিশনের শাখাকেন্দ্রগুলি এবং অন্য কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক প্রতিবেদন, বিভিন্ন ক্লাব কর্তৃক আয়োজিত স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির, কোন পুজো বা উৎসব উপলক্ষে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে রক্তদান অনুষ্ঠান ইত্যাদি থেকে এই ঋণ-পরিশোধ প্রয়াস সম্বন্ধে কিছু ধারণা করা যায়। এদের সাধুবাদ জানাই এবং প্রার্থনা করি আরও অনেক মানুষ এই প্রয়াসের অংশীদার হোন।

সবশেষে উল্লেখ্য যে প্রাক্তনীবার্তা প্রকাশনায় প্রাক্তনী ডঃ সুব্রত গাঙ্গুলী ও শুভানুধ্যায়ী ডাঃ শিশির কুমার বসুর আর্থিক সহায়তার জন্য তাঁদের প্রতি আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞ।

— নিত্যনিরঞ্জন কুণ্ডু

ঋষি-ঋণ

পরমপূজ্যপাদ আচার্য স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দজী মহারাজ, পূজ্যপাদ সন্ন্যাসি-ব্রহ্ম চারী মহারাজগণ, আপনাদের উদ্দেশে আমি ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিবেদন করছি ।

প্রিয় বিদ্যামন্দিরের প্রাক্তন ভ্রাতৃবৃন্দ,

বিদ্যামন্দিরের প্রাক্তনী-সংসদের অদ্যকার বার্ষিক অধিবেশনে আমি আপনাদের সশ্রদ্ধ সাদর ও প্রীতিপূর্ণ স্বাগত আহ্বান জানাচ্ছি।

বৎসরান্তে আজ আমরা আমাদের গুরুকুলে — বিদ্যামন্দিরে উপস্থিত হয়ে আমাদের ছাত্রজীবন, বর্তমান জীবন এবং ভবিষ্যতের বাকী দিনগুলির কথা চিন্তা করার বিশেষ একটি সুযোগ লাভ করে ধন্য হয়েছি । জীবনের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, সার্থকতা ও ব্যর্থতার কথা, কৃত্য-কর্তব্য-করণীয়ের কথা ভাববার এবং পরস্পরের কাছ থেকে শোনবার সুযোগ লাভ করেছি । প্রাক্তনীদের কাছে আজকের দিনটি একটি তীর্থযাত্রার মতো — প্রবাস থেকে স্বগৃহে ফেরার মতো ।

আমাদের বিদ্যামন্দির-আশ্রমের কুলপতি অধ্যক্ষ স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দ মহারাজজীর নিকট থেকে এই বার্ষিক সভার প্রারম্ভে আমাদের বিদ্যামন্দিরের ছাত্রভাইদের বিগত বৎসরের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অতিবিশিষ্ট কৃত-কার্যতার কথা, বিদ্যামন্দিরে নতুন পাঠ্যক্রম সংযোজনের কথা এবং স্বামীজীর নামে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সূচনা করার কথা জেনে খুবই আনন্দ এবং গর্ব অনুভব করছি । বিদ্যামন্দিরের গৌরবচ্ছটায় আমরাও গৌরবান্বিত এবং উদ্ভাসিত ।

আমরা আচার্য আত্মপ্রিয়ানন্দজীর নিকট অতি কৃতজ্ঞ এই জন্য যে, তিনি শুধু আমাদের বিদ্যামন্দিরের পরীক্ষার ফলের কৃতিত্বের কথাই শোনাননি, তিনি আমাদের বিদ্যামন্দিরের স্বামীজীর উদ্দিষ্ট "মানুষ গড়ার", দেবত্ব বিকাশ করার শিক্ষার কথাও শুনিয়েছেন। আর শুনিয়েছেন "ঋষি-ঋণ" স্মরণ রাখার ও কিছুটা অন্ততঃ শোধ করার কথা । আমাদের কোন কোন সতীর্থ এই সভাতেই তাঁদের ঋণশোধের বাস্তব দৃষ্টান্ত দেখিয়ে গেছেন। বিদ্যামন্দিরের ত্যাগ ও সেবার আদর্শ জীবনে প্রতিফলিত করাই আমাদের মুখ্য ঋণ শোধ বলে আমি মনে করি এবং বিদ্যামন্দিরের পরিচালনা এবং অগ্রগতির জন্য আর্থিক দক্ষিণা দানও মোটেই গৌণ ঋণ-শোধ নয় বলেও আমি মনে করি ।

হে প্রাক্তনী ভ্রাতৃবৃন্দ ! আমাদের এই প্রাক্তন-ছাত্র সংসদের মাধ্যমেই আমরা আমাদের সমবেত 'ঋষি-ঋণ' শোধের ক্ষীণ চেষ্টা করে আসছি । উপরন্তু ব্যক্তিজীবনে ও আমরা স্ব স্ব ক্ষেত্রে যথাসাধ্য সেই চেষ্টাই করে চলেছি । বাৎসরিক কার্য বিবরণী পাঠের মাধ্যমেই আমরা আমাদের এই কর্মপ্রচেষ্টার একটা ধারণা পেয়েছি। আজকের এই সভাতে পূজনীয় আচার্য অধ্যক্ষ মহারাজের এবং আমাদের কোন কোন সতীর্থের অনুপ্রেরণা এবং অনুশাসনে আমরা এই "ঋষি-ঋণ" সম্পর্কে বিশেষভাবে সচেতন হয়েছি । আমরা যেন এসব স্মরণ ও কার্যে পরিণত করার ব্যাপারে "প্রমাদ" না করি। "ন প্রমদিতব্যম" অনুশাসনটি বিদ্যামন্দিরের ছাত্রজীবনে বহুবার শুনেছি এবং অর্থ না বুঝে প্রার্থনাগৃহে আবৃত্তি করেছি । এবার অর্থ বুঝে যেন ব্যর্থ না হই। "ঋণশোধের" ক্ষমতা আমাদের সকলেরই আছে কমবেশী; কেউই "দেউলিয়া" নই , অকৃতজ্ঞও নই ! আমরা পঞ্চ মুখেই এই ঋণ স্বীকার করি।

পূজ্যপাদ আচার্য-মহারাজ, আশীর্বাদ করুন, আমরা যেন বিদ্যামন্দিরের যথার্থ ঐতিহ্যবাহী হতে পারি । প্রণাম । প্রাক্তনী ভ্রাতৃগণ, সপ্রীতি নমস্কার ।

[১৫/৮/২০০৪ তারিখে প্রাক্তনী সংসদের সাধারণ বার্ষিক সভায় সংসদ-সভাপতি ডঃ সচ্চিদানন্দ ধরের প্রদত্ত ভাষণের সারসংক্ষেপ। — সম্পাদক]

Vidyamandira News

We feel proud and elated to let you know that the National Assessment and Accreditation Council (NAAC), an autonomous body under UGC, has accredited our Vidyamandira with a rating of A+, the score being 93.25%. With this, Vidyamandira ranks 5th among accredited colleges all over India and 1st in West Bengal. It is, in fact, the first college under Calcutta University to have obtained such rating and one of the two colleges in West Bengal to have secured this high grade. The 3-member NAAC peer team, under the chairmanship of Prof Vinod P Saxena, former Vice-Chancellor of Jiwaji University, Gwalior, visited the college for three days on 27, 28 and 29 December 2004. It is a matter of great pride that all the constituents of the Vidyamandira family – monks, the governing body, teaching and non-teaching staff, hostel staff, students, alumni, parents – worked cohesively as a team to project their beloved Vidyamandira in the best possible light for the visiting NAAC team. Relentless activities for more than a year, starting with the preparation of the voluminous self-study report, reached the climax during the peer team visit. Vidyamandira, created to actualize Swami Vivekananda's educational vision and the Ramakrishna-Vivekananda ideal for holding up before the society an ever-luminous ideal of selflessness, honesty, sincerity, courage, self-confidence and Indian spirituality, has now obtained her just reward. It was 28 February 2005 when Vidyamandira received the news of her securing the grade A+ from the NAAC office. A spontaneous outburst of enthusiasm and joy greeted the glad tidings. No doubt, it is a time of celebration. Yet amidst all our rejoicing, we humbly pray that we may be worthy and that we may strive more than ever to keep up this standard. We also pray that we may rise to further heights of excellence in the service of our country in the field of higher education.

NAAC Peer-team with some members of college Governing Body

We are also proud and happy to state that Calcutta University has recommended our college to UGC for inclusion under the scheme "Colleges with Potential for Excellence". With our high NAAC scoring, we eagerly hope to be included in the final list which carries with it an award of Rs. 75 lacs earmarked for a NAAC accredited, non-autonomous college.

The results of B.A./B.Sc. Part-I Examination, 2004 have been excellent. The following table gives the details.

Name of the Subject	No of Stuidents	No of 1st Class	Highest marks
Physics	24	20	75%
Chemistry	24	9	71.5%
Mathematics	14	9	85%
Economics	15	6	67.8%
Bengali	8	2	63.3%
English	7	1	61.25%
Sanskrit	6	6	78.8%
History	8	nil	58%
Philosophy	3	1	61%
Political Science	7	2	61.25%

We fervently hope that all these students will not only maintain the standard but rise to newer heights in the coming final examination.

The inter-collegiate athletics meet for non-government colleges in Howrah district was organized by our college for the fifth consecutive year and was held in our college playground on 16 February 2005. In all, 103 boys and 50 girls participated from 11 colleges of Howrah district. Sri Ramen Ghosh, a renowned badminton player of yesteryears, graced the Meet as Guest-in-Chief and gave away the prizes. It is a matter of joy that five of our students won prizes at the District Meet : 1) Amlan Roy – 1st in High Jump, 2) Sanjay Samanta – 2nd in High Jump, 3) Suman Mal – 1st in Javelin Throw, 4) Sumit Kayal – 1st in Discus Throw, 5) Rakhi Kumar Halder – 2nd in 200 Mtr Run. Our hearty congratulations to these boys who have brought glory to our college.

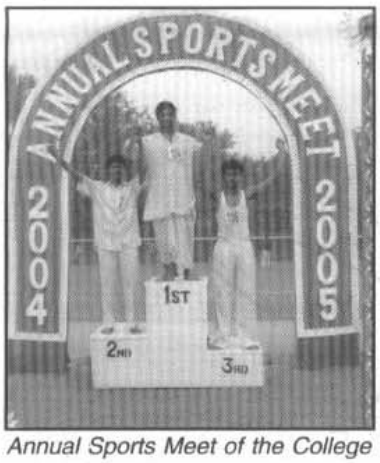

Annual Sports Meet of the College

Vidyamandira has a rich cultural tradition marked with round-the-year cultural functions and competitions. This year, Debapriya Sarkar, a student of class XI was given a unique opportunity of preventing devotional songs for an hour during the sacred occasion of Swami Vivekananda's birthday (*Tithipuja*) on 1 February 2005 in the holy precincts of Belur Math. Debapriya, with his talent and performance, charmed the audience and received wide applause. Vidyamandira feels proud of this young boy and prays for his bright future in the field of music. Our students staged a drama, named *Chirobijoyee* on 20 March 2005, on the occasion of the Public Celebration of Sri Ramakrishna's birthday at Belur Math. The performance was appreciated by one and all.

The Annual Prize Distribution function of the College was held on March 5, 2005. It was presided over by Dr. Nikhil Ranjan Banerjee, Vice-Chancellor, Bengal Engineering and Science University, Shibpur. Dr. Subha Sankar Sarkar, DPI, Govt. of West Bengal, graced the occasion as Guest-in-Chief.

The State Government has issued a directive to our college to discontinue the higher secondary course w.e.f. the next academic year 2005-2006. This gives us an opportunity to think of upward movement – starting post-graduate studies on the one hand and research work on the other. We are exploring some areas such as MA in Social Work and MSc in Applied Statistics and Bio-informatics where post-graduate courses may be started. We are also thinking of starting a BSc Microbiology (Hons) course at the undergraduate level.

We are extremely grived to report that Md. Jamiruddin, a student of class XII died of a train accident on his way back to Vidyamandira on 24.01.05. May his soul rest in peace.

The coming years will see a number of changes in the Vidyamandira scenario and all of us will have to play a vital role in this regard. Progress is inevitable ; yet the ideal must not be compromised in the name of progress. Let us remember the immensely valuable words of Vivekananda : "Purity, patience, perseverence – these three things are essential for progress ; and above all, love."

(This is in the main a compilation from the Principal's report for the academic year 2004-2005)

Compiled by
Swami Shastrajnananda
Vice-Principal (offg)

বিদ্যামন্দিরের প্রাক্তনীদের সেবামূলক উদ্যোগ — ১

নাদনঘাট রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, বর্ধমান

বিদ্যামন্দিরের ১৯৫৯ - ৬১ শিক্ষাবর্ষের কয়েকজন অগ্রণী প্রাক্তনীর উদ্যোগে ১৯৯০-এ বর্ধমান জেলার নাদনঘাটে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ভারতীয় বিবেকানন্দ সমাজ' । মূল উদ্দেশ্য, ঠাকুর-মা-স্বামীজীর ভাবাদর্শ প্রচার ও প্রসারের সাথে সাথে স্থানীয় মানুষের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নতি । তাঁদের এই উদ্যোগে স্থানীয় মানুষদের একাংশ সোৎসাহে এগিয়ে আসেন । ঐ বছরেই (১৯৯০) আইন মোতাবেক সংস্থার নিবন্ধীকরণ হয়। নানা টানা-পোড়েন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তর পেরিয়ে প্রায় এক দশক লেগে যায় ভালভাবে কাজ

শুরু করতে। নতুন সহস্রাব্দের শুরুতে কাজকর্মে নতুন মাত্রা যোগ হয়। জমি কেনা হয়েছিল প্রায় বাইশ বিঘার মত তিন লাখ টাকার বিনিময়ে, দীর্ঘমেয়াদী লীজে পাওয়া গেল একটি বাড়িও। এই তিন লাখ টাকার সিংহভাগটাই এসেছিল বিদ্যামন্দিরের প্রাক্তনীদের কাছ থেকে, প্রায় প্রত্যেকের ব্যক্তিগত দান দশ থেকে বার হাজার টাকা।

পরবর্তীকালে অনিবার্য প্রয়োজনে সংস্থার নাম পাল্টে রাখা হ'ল 'নাদনঘাট রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম'। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদ (মধ্যবঙ্গ)-এর অভিভাবকত্বে এবং মঠ-মিশনের কয়েকজন সন্ন্যাসীর আশীর্বাদ ও পরামর্শে 'সেবাশ্রম' নিয়মিত যে সমস্ত সেবাকাজ করে চলেছে তার একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা এইরকম ঃ

ক) পশ্চিমবঙ্গ শিশুকল্যাণ পর্ষদের আনুকূল্যে শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে একটি 'ক্রেশ' এবং অবৈতনিক কোচিং ইউনিট পরিচালনা।

খ) সোনারপুর-এর ইণ্ডিয়ান ইন্‌সটিটিউট অব মাদার এণ্ড চাইল্ড কেয়ার-এর সহযোগিতায় শিশুদের জন্যে একটি প্রাক্-প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা।

গ) তিনটি গ্রামের মা ও শিশুদের জন্যে চিকিৎসা, ওষুধপত্র ও পুষ্টিকর খাদ্যের পরিষেবা।

ঘ) চক্ষুচিকিৎসা ও ছানির অস্ত্রোপচার।

সেবাশ্রমের জাতীয় অন্ধত্ব নিবারণ কর্মসূচী

নিঃস্বার্থ এই সেবাকাজে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন অনেক সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা — অনেক মহৎহৃদয় ব্যক্তি। বিদ্যামন্দিরের দু'টি বছরের জীবন থেকে পাওয়া ত্যাগ ও সেবার আদর্শ কয়েকজন প্রাক্তনীকে যে কাজে উদ্বুদ্ধ করেছিল — তা আজ অনেকের কাজ। জাতিধর্ম নির্বিশেষে স্থানীয় মানুষ এগিয়ে এসেছেন এই কাজের শরিক হতে। এ প্রসঙ্গে যাঁদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন বিদ্যামন্দিরের ১৯৫৯-৬১ শিক্ষাবর্ষের বলাই চন্দ্র মোদক, চন্দ্রনাথ দে (বর্তমানে প্রয়াত), জ্যোতির্ময় মজুমদার, শিবব্রত বাগচী, অধীর ওঝা, বিশ্বনাথ দাস, প্রদ্যুম্ন মল্লিক প্রমুখ। স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে স্বপন দে, মঙ্গলময় মোদক, গোপেশ্বর ঘোষ, সাহাবুদ্দিন মণ্ডল, এলাম বক্স, জাহেদ ভাই-এর নাম বিশেষ উল্লেখ্য। বর্ধমান জেলার বিশিষ্ট জননেতা সাংসদ নিখিলানন্দ সর, বর্ধমান জেলা পরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতি রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় নানাভাবে সাহায্য করেছেন এই সংস্থাকে। ওষুধপত্র দিয়ে যাঁরা সাহায্য করে আসছেন তাঁরা হলেন ডাঃ আনন্দকালি সাঁই, ডাঃ করুণাকালি সাঁই, ডাঃ মনি কুণ্ডু, বিদ্যামন্দিরের দু'জন প্রাক্তনী ডাঃ অজয় পাল (১৯৫৮-৬০) ও ডাঃ ধীমান গাঙ্গুলি (১৯৫৯-৬১) এবং দু-একটি কোম্পানী। তাই আজ উদ্যোক্তারা ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের স্বপ্ন

সেবাশ্রমের স্বাস্থ্য সচেতনতা প্রদর্শনী

দেখছেন। এই সম্প্রসারণ - পরিকল্পনায় রয়েছে ঃ ক) একটি বিদ্যালয় ও উপাসনাভবন নির্মাণ, খ) সেবাশ্রমের জমিতে ভেষজ উদ্ভিদ ও ফুলের চাষ, গ) বয়স্কদের জন্যে আবাসভবন নির্মাণ ইত্যাদি।

স্বপ্ন দেখার শেষ নেই, কারণ এঁরা স্বপ্ন দেখতে জানেন। বিদ্যামন্দিরই এঁদের স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছে। এঁদের স্বপ্ন সাকার হোক — এই আমাদের সমবেত শুভেচ্ছা।

বিস্তারিত জানার জন্য-এ বিষয়ে প্রধান উদ্যোগী প্রাক্তনী শ্রীবলাই চন্দ্র মোদক (১৯৫৯-৬১)-এর সংগে যোগাযোগ করুন নীচের ঠিকানায় ঃ

সি জে/২৬৭, সেক্টর দুই, সল্ট লেক সিটি,
কোলকাতা - ৭০০০৯১, টেলিফোন নং ঃ ২৩৩৪-২৫৩৪।

— অধ্যাপক তপন কুমার ঘোষ

বিদ্যামন্দিরের প্রাক্তনীদের সেবামূলক উদ্যোগ — ২

প্রাথমিক বিদ্যালয় আন্দোলন

চোখটা খোলা রাখলেই দেখা যায় সমাজের বেশ কিছু ক্ষেত্রে দুর্নীতি চলছে — অবাধে অব্যাহত গতিতে। বিষাক্ত রং-এ রাঙিয়ে শাক-সব্জীকে সবুজ ও টাটকা দেখাবার প্রয়াস, ওষুধে ভেজাল, দিবালোকে প্রকাশ্যে রাস্তায় পুলিশের একাংশের ঘুষ নেওয়া, রাস্তা তৈরী ও মেরামতের নিম্নমান ইত্যাদি ইত্যাদি। এইসব দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার জন্য এবং সমাজের চারপাশে কী ঘটছে তা জানবার জন্য মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়োজন এবং সেই সচেতনতাবৃদ্ধির জন্য দরকার প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার।

পশ্চিমবাংলায় প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের কাজে এগিয়ে এসেছেন কতিপয় শিক্ষাবিদ, অনাবাসী ভারতীয় এবং রোটারী ক্লাব ইন্টারন্যাশনাল-এর কয়েকজন সদস্য। তাঁরা 'গ্রাম বাংলা শিক্ষা উন্নয়ন সংস্থা' নামে একটি সংগঠন গড়ে তুলতে চাইছেন যার কাজ হবে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন, ইতিমধ্যে স্থাপিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা-সরঞ্জাম সরবরাহ (যেখানে প্রয়োজন), ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শের প্রচার ও প্রসার ইত্যাদি। সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে গত চারবছর ধরে তাঁরা 'গ্রাম বাংলা' নামে একটি বাৎসরিক পত্রিকা প্রকাশ এবং অপেক্ষাকৃত গরীব মানুষদের মধ্যে বিনামূল্যে তা বিতরণও করে আসছেন।

এ ব্যাপারে প্রধান উদ্যোগী মানুষটি হলেন বিদ্যামন্দিরের আর একজন প্রাক্তনী। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

শ্রী অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৫২ - ৫৪), সম্পাদক
গ্রাম বাংলা শিক্ষা উন্নয়ন সংস্থা, চণ্ডীতলা, পোঃ- খাঁতুরা,
জেলা - উত্তর ২৪ পরগণা, পিন - ৭৪৩২৭৩ (দূরভাষ - ০৩২১৬ - ২৪৯৯৪৮
e-mail : u2arun@rediffmail.com

— সম্পাদক

About Ourselves ...

This is the second issue of ***'Vidyamandira Praktanivarta'*** in its new format. The last one was published in July 2004. We earnestly hope that this number will also be able to take you down memory lane and enkindle the past that is ever-present in your mind.

Here is a glimpse of the activities of the Association during the period from July 2004 to March 2005.

1. Annual General Meeting :

The sixteenth Annual General Meeting of the Association for the financial year 2003-04 was held on 15 August 2004 at Vidyamandira. The meeting was presided over by Dr. Satchidananda Dhar, President of the Association. The Principal of Vidyamandira, Swami Atmapriyanandaji Maharaj welcomed the members and the guests and informed them of the recent achievements of the students of the college and other developments. He particularly emphasized upon the forthcoming visit of the NAAC peer-team to the college and the importance of the role of the alumni to be played in this context.

Dr. Jagadish Chandra Mishra being felicitated by the Association

Dr. Jagadish Chandra Mishra (1959-61), one of our illustrious members was felicitated by the Association on this occasion for being crowned with the 'Rammohan Award' of 2003 for his outstanding contribution to Mathemtical studies and research.

Then the Secretary presented the Annual Report of the activities of the Association, followed by the placement of the Audited Accounts for the financial year 2003-04 by Sri Sushanta Dey, the Treasurer. Both were approved and passed unanimously after a brief discussion. M/s M. K. Deb was again appointed as the auditor of the Association for the current financial year.

A few members led by Sri Tulsi Banerjee donated some amount to the ***'Acharya Rin Shodhan'*** scheme during the meeting and vowed to do so every year on that day. Finally, Dr. Satchidananda Dhar, in his presidential address (printed elsewhere in this issue) gave a call to the alumni to lead a life tuned up to the lofty ideals of Vidyamandira and try to serve the *alma mater* and the society at large, as far as possible.

Rani Rasmani Memorial Lecture by Dr. Susmita Ghosh

2. Memorial Lectures :

The **Rani Rasmoni Memorial Lecture** of 2004 was held on 15 August at the 'Vivekananda Sabhagriha' of Vidyamandira. Dr. Sushmita Ghosh, an eminent scholar, delivered the lecture titled *'Saradadevir Jibane Aitijhya Ebam Adhunikatar Samanway'*. It is important to note here that we could not have our scheduled speaker Professor Nemaisadhan Bose amongst us on that day due to his sudden hospitalization. Unfortunately he passed away within a few days. We deeply mourn his sad demise and convey our sincere regards to the great soul.

Swami Tejasananda Memorial Lecture by Swami Sarvalokanandaji

On September 18 **Swami Tejasananda Memorial Lecture-2004** was held at the Vidyamandira auditorium. The speaker was Swami Sarvalokanandaji Maharaj, Secretary, Ramakrishna Mission Sevapratishthana. He spoke on *'Bharatiya Samskritite Sevar Aitijhya'*.

3. Water-Purifying Project :

The most remarkable initiative undertaken by the Association this year has been the installation of **five water-purifying machines,** one for each of the hostels of the Vidyamandira. It was a very urgent project aimed at protecting our brothers in Vidyamandira against any water borne disease. We have already handed over

Water-Purifying Project

Rs. 42,000/- to the Vidyamandira hostel authorities covering the total cost of this project. But unfortunately only Rs. 8,004/- could have been raised till now for this purpose which is falling far behind the targeted amount. So **we eagerly look forward to your generous contribution in this project**.

4. **Scholarships :**

Five meritorious but needy present students of Vidyamandira were given Rs. 10,000/- by the Association this year as **Swami Vimuktananda and Swami Dhyanatmananda Memorial Scholarships**. In addition, **Hemchandra Gangopadhyay and Chandranath Dey Memorial Scholarships** of Rs. 1000/- each were given to two of our immediate ex-students for pursuing further studies.

5. **Assistance :**

An humble contribution of Rs. 5,000/- has been made on behalf of the Association in February 2005 to the **Tsunami Relief Fund** of the Ramakrishna Mission (Belur Math) Headquarters. Besides, an assistance of Rs. 1,000/- has been rendered to one of our brothers in distress in Vidyamandira for his medical treatment. Regular financial assistance to Sri D. N. Chakrabarty is also on.

6. **Sapuinpara Health Care Project :**

Presently around twelve to fifteen patients are being treated and given free medicine once a week in this project at Sapuinpara, near Belur Rly Station. Our heartfelt thanks to **Dr. Amitava Roy** for his sincere honorary service to the project. We are also indebted to Sri Krishna Mohan Ghosh and the N.S.S. volunteers of Vidyamanira for their active role in running the project smoothly. We sincerely acknowledge the contributions made by Dr. Satyabrata Pal and others to this project on a regualr basis.

7. **Vivekananda Sammelan 2004-05 :**

This year the eleventh **Vivekananda Sammelan and National Youth Day Celebration** was held in **Coochbehar** district. It was our maiden step in North Bengal. As you know, the programme is now jointly conducted by Vidyamandira and the Association, with the financial support from the Department of Sports and Youth Affairs, Ministry of Human Resource Development, Government of India and under the guidance of the Ramakrishna Mission (Belur Math) Headquarters. The programme this year received active co-operation of the **Ramakrishna Math, Coochbehar** and the **Uttarbanga Ramakrishna-Vivekananda Bhav Prachar Parishad (Coochbehar).**

Around **two thousand students** from **ninety schools** had participated in the first place at the five zones in cultural, sports and yogasana competitions held from October to December 2004. The winners at the zonal level took part at the **district level competitions held at Mathabhanga Sri Ramakrishna Ashrama on 9 January 2005.** Finally, a day-long **youth conference was held at the Ramakrishna Math, Coochbehar on 6 February 2005,** followed by the prize-distribution ceremony.

A colourful **Souvenir** volume containing various socio-cultural aspects of the district, edited by Professor Nityaniranjan Kundu, was also published to mark the occasion.

We are profoundly indebted to the volunteers, donors and others who have made this event a grand success. Further details about the sammelan have been,. reported elsewhere in this issue.

8. **New Initiatives :**

- One of our members Dr. Debiprasad Choudhuri (1955-57) has donated Rs. 15,278/- for instituting **Asha-Jyoti Scholarship** in memory of his parents. The scholarship will be given to a poor and meritorious student of Vidyamandira every year from the interest of the above amount.

- Sri Bratin Das (1989 - 91), another member, has contributed Rs. 25,000/- to create an endowment fund in memory of his uncle late Ashutosh Das. The annual interest accrued from the fund will be given to one or more immediate ex-students of Vidyamandira as **Ashutosh Das Memorial Scholarship** for pursuing higher studies.

- We are glad to announce that we are going to organize a new event called **Swami Tejasananda Memorial Inter-college Quiz Competition** on **Swami Vivekananda and Indian Culture and Spiritual Heritage** from the next financial year. This will be an extended activity of the 'Swami Tejasananda Memorial Fund'. The fund has been currently enriched by our member Professor Gopinath Dutta (1964-67) with a contribution of Rs. 20,000/-. The prizes for the competition will be named as **Debendranath and Shivarani Dutta Awards** as per the wishes of Prof. Dutta.

Our special thanks to all the three members.

- Efforts are on to publish a **Directory** containing the **latest informaion about our members.** So we request you, specially those who were members at the time of the last Re-union held on February 15, 2004, but did not fill up the data cards on that day, to kindly send your latest whereabouts in the attached format to us **positively by 31st May 2005.**

Name: .....
Years at VM : Intermediate / H.S. (Arts/Sc) .....
B.A./B.Sc.(Hons in.....)
Highest Educational Qualification : .....
Address for communication : .....
.....
Phone : ..... Mobile .....
e-mail : .....
If employed, office address : .....
.....
Phone : .....
e-mail : .....
Fax : .....
Designation : .....
Specialization : .....

Active co-operation and constructive suggations from members and well-wishers are always welcome.

– Sandipan Sen
Secretary

How the alumni feel about the Vidyamandira

- Being away from India, I am unable to attend the reunion functions. However, the memories of those 2 years (1958-60) that I spent in Vidyamandira always linger in mind.

Without the support, advice, guidance and training received during that formative stage, I could not have been what I am today. Please accept an humble contribution of Rs. 1001/- and feel free to spend the amount as you consider appropriate for the betterment of Alumni Association.

Sudhansu Ranjan Das Gupta (L-053)
5000, J, Marine Parade Road, Lagoon View # 09-42
Singapore 449291; 8-12-2004

- A group of well qualified, experienced and dedicated teachers, a well maintained library, neat and clean hostel, nutritious and hygienic food, sufficient arrangement for indoor and outdoor games, about 100 brother-like batchmates who had come from all over West Bengal, and overall supervision by a group of dedicated monks – what else did one require for all-round development?

I feel I am lucky that I have been educated in such an institute (R. K. Misssion Vidyamandira) whose name is pronounced with great esteem not only in West Bengal but also in India and abroad. I owe much to the institute for whatever little I have achieved.

Swapan Kumar Mondal (1981-84)
Deputy Director, Directorate General of Commercial Intellegence & Statistics, Govt. of India.

- I got admission in Vidyamandira in 1996. I think, that was the turning point in my life. This is really not my exaggeration. I owe all my success to my teachers and I am glad to be a student of such an institution which is not only an institution but also a temple – Ramakrishna Mission Vidyamandira.

Ankur De (1996 - 2001), Business Analyst
Fractal Analytics Limited, Powai, Mumbai.

বিবেকানন্দ সম্মেলন ও জাতীয় যুবদিবস উদ্‌যাপন ঃ ২০০৪-০৫

বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শ ছড়িয়ে দেবার উদ্দেশ্যে রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির প্রাক্তনী সংসদের গঠনমূলক কর্মসূচীর অঙ্গ হিসাবে ১৯৯৩ সাল থেকে শুরু হয়েছে জেলাভিত্তিক স্বামীজী দিবস উদ্‌যাপন; পরে সেটি রূপান্তরিত হয়েছে বিবেকানন্দ সম্মেলন ও জাতীয় যুবদিবস উদ্‌যাপনে। গত কয়েকবছর ধরে প্রাক্তনী সংসদ ও রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির যৌথভাবে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আসছে। সহযোগীর ভূমিকায় থাকে সংশ্লিষ্ট জেলার রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের কোন শাখা এবং / অথবা রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের সংশ্লিষ্ট শাখা। এই বিশাল কর্মযজ্ঞকে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের যুব কল্যাণ ও ক্রীড়াদপ্তর আর্থিক অনুদান দিয়ে সাহায্য করেন। এই উপলক্ষে প্রতিযোগী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে স্বামীজীর বা স্বামীজী সম্পর্কিত নানা পুস্তিকা বিতরণ করে আসছেন রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কার্যালয় (বেলুড় মঠ)।

পশ্চিমবঙ্গের দশটি জেলায় সফল অনুষ্ঠানের পর এবারের বিবেকানন্দ সম্মেলন ও জাতীয় যুবদিবস উদ্‌যাপিত হল কোচবিহার জেলায়; উত্তরবঙ্গে এই প্রথম। সহযোগীর ভূমিকায় ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, কোচবিহার ও উত্তরবঙ্গ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাব প্রচার পরিষদ (কোচবিহার)।

প্রতি বছর অন্যান্য জেলার ক্ষেত্রে যেমন করা হয়েছে এ বছরও তেমনই ব্যবস্থাপনার সুবিধার জন্য সমগ্র কোচবিহার জেলাকে দিনহাটা, মাথাভাঙা, তুফানগঞ্জ, মেখলিগঞ্জ ও কোচবিহার সদর - এই পাঁচটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়। জেলার মোট ৯০ টি প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রায় দুই হাজার ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন বিভাগে ক্রীড়া, যোগাসন ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। আঞ্চলিক পর্যায়ের সফল প্রতিযোগীদের নিয়ে জেলাস্তরের চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ৯।১।০৫ তারিখে মাথাভাঙ্গা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে। চূড়ান্ত প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিষয়ে বিচারক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেমন কিছু স্থানীয় বিশেষজ্ঞ, তেমনই ছিলেন প্রাক্তনী সংসদের কিছু সদস্য এবং বিদ্যামন্দিরের কয়েকজন অধ্যাপক।

জেলাস্তরে সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণ এবং প্রকাশ্য অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় গত ৬ ই ফেব্রুয়ারী কোচবিহার শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে। ব্রহ্মচারিবৃন্দ কর্তৃক মঙ্গলাচরণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানের প্রস্তাবনা করেন প্রাক্তনী সংসদের অন্যতম সহ-সভাপতি ডঃ বিশ্বনাথ দাস। স্বাগতভাষণ দেন বিদ্যামন্দিরের উপাধ্যক্ষ এবং প্রাক্তনী সংসদের অন্যতম যুগ্ম-সম্পাদক স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দজী। শারীরিক অসুস্থতার কারণে বিদ্যামন্দিরের অধ্যক্ষ এবং কেন্দ্রীয় পরিচালন সমিতির সভাপতি স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দজী সভায় উপস্থিত থাকতে পারেন নি। ভাষণ দেন কেন্দ্রীয় পরিচালন সমিতির সম্পাদক এবং রামকৃষ্ণ মঠ, কোচবিহার-এর অধ্যক্ষ স্বামী অজরানন্দজী। সভায় সভাপতিত্ব করেন ডঃ দিলীপ নাহা, অধ্যক্ষ, আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাবিদ্যালয়, কোচবিহার। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্রী অনন্ত রায়। বিভিন্ন অঞ্চলের আহ্বায়কেরাও নিজ নিজ ভাষণে সভাকে অবহিত করেন এই সম্মেলনকে বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা। ভাষণের ফাঁকে ফাঁকে আবৃত্তি, সঙ্গীত, বক্তৃতা প্রভৃতি প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থানাধিকারীরা নিজ নিজ অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। সভার শেষ পর্বে ছিল জেলাস্তরের সফল প্রতিযোগীদের জন্য পুরস্কার বিতরণ।

কোচবিহারে বিবেকানন্দ সম্মেলন স্মরণিকা প্রকাশ

এছাড়া অনুষ্ঠিত হয় বিবেকানন্দ সম্পর্কিত একটি প্রশ্নোত্তরের আসর ; এটি পরিচালনা করেন স্বামী অজরানন্দজী, স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দজী, স্বামী অরুণাত্মানন্দজী, ডঃ বিশ্বনাথ দাস ও ডঃ দিলীপ নাহা।

অন্যান্য বছরের মত এবারেও বিবেকানন্দ সম্মেলন উপলক্ষে একটি স্মারক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটির সম্পাদনা করেন প্রাক্তনী সংসদের অন্যতম সহ-সভাপতি শ্রীনিত্যনিরঞ্জন কুণ্ডু। ঠাকুর, মা, স্বামীজী, কোচবিহার জেলার ইতিবৃত্ত, এই জেলার লোকনাটক ও লোকশিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে বহু রচনায় এটি সমৃদ্ধ। প্রাক্তনী সংসদের কর্মসচিব এবং স্মারক গ্রন্থটির সম্পাদকমণ্ডলীর

বিবেকানন্দ সম্মেলনে পুরস্কার প্রাপকের দল

অন্যতম সদস্য অধ্যাপক সন্দীপন সেনের সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনার পর এটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন ডঃ দিলীপ নাহা।

সবশেষে উল্লেখ্য যে, স্বর্গীয় ভোলানাথ দাসের স্মৃতি রক্ষার্থে এবারও জেলা স্তরে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কারসমূহ ভোলানাথ দাস স্মারক নিধি (ইছাপুর, হুগলী) কর্তৃক প্রদত্ত হয়েছে এবং স্বর্গীয় যতীন্দ্র কুমার সেন-এর স্মৃতি রক্ষার্থে যোগাসন ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কারগুলি দান করেছেন শ্রী দীপঙ্কর বসু (কলকাতা)। শ্রী বসু আরও দুটি পুরস্কার দিয়েছেন স্বর্গীয় জগদীশ চন্দ্র দে'র স্মৃতিতে — এক, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় সেরা বিদ্যালয় এবং দুই, যোগাসন ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সেরা বিদ্যালয়-এর জন্য। এই বদান্যতার জন্য প্রাক্তনী সংসদ ভোলানাথ দাস স্মারক নিধি ও শ্রী দীপঙ্কর বসুকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছে।

— *সম্পাদক*

আনন্দ-সংবাদ

প্রাক্তনী বেদদ্যুতি চক্রবর্তী (১৯৮৪-৮৬) তাঁর লিখিত 'বায়োটেকনোলজির কাণ্ড কারখানা' পুস্তকটির জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক ***সত্যেন্দ্রনাথ বোস পুরস্কারে*** সম্মানিত হয়েছেন। তাঁকে আমাদের হার্দিক অভিনন্দন।

প্রাক্তনীবার্তা উপসমিতি ও সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যবৃন্দ

আহ্বায়ক ও সম্পাদক : অধ্যাপক নিত্যনিরঞ্জন কুণ্ডু

সদস্যবৃন্দ : ডঃ বিশ্বনাথ দাস, অধ্যাপক তপন কুমার ঘোষ, স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ, অধ্যাপক হেমাদ্রি চট্টোপাধ্যায়।

PRINTED MATTER **Book Post**

TO,

BUSINESS OFFICE -4.5.05 POSTAGE INDIA 04.00 भारत

If undelivered, please return to :

Ramakrishna Mission Vidyamandira Alumni Association, P.O. - Belurmath, Howrah, W.Bengal 711 202

Published by Sandipan Sen, Secretary, Ramakrishna Mission Vidyamandira Alumni Association
Printed at Ashirbad Agency, Ghoshpara, Bally, Howrah.